কোম্পানির তহবিলের ওপর উৎসে কর চূড়ান্ত — কর রিটার্ন ও নিরীক্ষা বাতিল

❖ নতুন অর্থবছর ২০২৫–২৬ থেকে কোম্পানির তহবিলের ওপর উৎসে কর সংক্রান্ত পরিবর্তন:

নতুন নিয়মের মূল বিষয়বস্তু

বিষয়	আগের নিয়ম	নতুন নিয়ম (২০২৫–২৬ থেকে)
উৎসে কর	১০% কাটা হতো, বছরের শেষে রিটার্ন দিয়ে বাকি ৫% পরিশোধ	১০% উৎসে করই চূড়ান্ত ধরা হবে
কর রিটার্ন	বাধ্যতামূলক	প্রয়োজন নেই
নিরীক্ষা	প্রতি তহবিলের জন্য বাধ্যতামূলক	প্রয়োজন নেই
প্রযোজ্য তহবিল	প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি ফান্ড, ওয়ার্কার্স প্রফিট পার্টিসিপেটরি ফান্ড (WPPF)	

❖ **উদাহরণ: বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেড**

প্রেক্ষাপট:

বার্জার পেইন্টস-এর মতো বড় কর পরিপালনকারী প্রতিষ্ঠান সাধারণত তাদের কর্মীদের জন্য নিচের তহবিল পরিচালনা করে:

- প্রভিডেন্ট ফান্ড (Provident Fund)
- গ্র্যাচুইটি ফান্ড (Gratuity Fund)
- WPPF (Workers Profit Participation Fund)

আয় ও কর হিসাব (প্রকৃত চিত্র):

ধরা যাক, বার্জার পেইন্টস-এর প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে বছরে মোট ৫০ লাখ টাকা আয় হয় (FD, ট্রেজারি বন্ড ও সঞ্চয়পত্র থেকে)। এ ক্ষেত্রে:

হিসাব	পরিমাণ (BDT)
মোট আয় (বিনিয়োগ থেকে)	৫০ লাখ
উৎসে কর (১০%)	৫ লাখ
আগের নিয়ম অনুযায়ী কর রিটার্নে বাকি কর	আরও ২.৫ লাখ (মোট ১৫%)

হিসাব	পরিমাণ (BDT)
নতুন নিয়মে	কেবল ৫ লাখ উৎসে করেই চূড়ান্ত

ফলাফল:

আগের নিয়মে মোট ১৫% কর দিতে হতো = ৭.৫ লাখ টাকা

এখন নতুন নিয়মে কেবল উৎসে ১০% কাটা = ৫ লাখ টাকা

কর সাশ্রয়: ২.৫ লাখ টাকা

নিরীক্ষা ও রিটার্ন খরচ: আলাদা নিরীক্ষক নিয়োগ, কাগজপত্র প্রস্তুতি ও রিটার্ন ফাইলিং খরচ প্রায় ৫০ হাজার–১ লাখ টাকা → এখন বাঁচবে

❖ **সুবিধা**

সুবিধা	ব্যাখ্যা
প্রশাসনিক ব্যয় হ্রাস	আলাদা নিরীক্ষা ও রিটার্নের ঝামেলা নেই
অর্থ সংরক্ষণ	অতিরিক্ত কর দিতে হবে না
কর নির্ধারণের স্বচ্ছতা	উৎসে করই চূড়ান্ত, কর ঝুঁকি কম
Compliance বাড়বে	SME/মাঝারি কোম্পানিও নিয়ম মানতে উৎসাহী হবে
ক্যাশ ফ্লো ম্যানেজমেন্ট সহজ হবে	PF আয় থেকে বাড়তি কর কাটা লাগবে না, টাকা PF-এ থাকবেই

❖ **উদ্বেগ / চ্যালেঞ্জ**

উদ্বেগ	বিশ্লেষণ
তৃতীয় পক্ষ যাচাই অনুপস্থিত	নিরীক্ষা না থাকলে তহবিল ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা কমে যেতে পারে
অপব্যবহারের ঝুঁকি	তহবিলের অর্থ ভুল খাতে ব্যবহার হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে
কর ফাঁকি সম্ভাবনা	কম উৎসে কর কেটে বেশি আয় গোপন রাখা হতে পারে

উদাহরণ:
একটি কোম্পানি ১০ কোটি টাকার এফডিআর-এ বিনিয়োগ করে এবং প্রকৃত আয় ১.৫ কোটি টাকা হলেও যদি উৎসে কর ৫ লাখ টাকা কাটা হয় (অর্থাৎ আয় দেখানো হয় কম), তবে কর বিভাগ সেই ফাঁকটি ধরতে পারবে না যদি নিরীক্ষা না হয়।

❖ **সুপারিশ**

ধরণ	সুপারিশ
কর প্রশাসন	উচ্চ-আয়ের তহবিলগুলোর জন্য নমুনাভিত্তিক নিরীক্ষা রাখা
কোম্পানি	অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা চালু রাখা উচিত
কর্মী নিরাপত্তা	কর্মীদের পক্ষে তহবিল ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা বজায় রাখতে বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি ও প্রকাশ করা উচিত

❖ **বাস্তব উদাহরণ: "রূপশ্রী গার্মেন্টস লিমিটেড" (একটি কল্পিত SME প্রস্তুতকারক)**

প্রতিষ্ঠান প্রোফাইল:

- কর্মী সংখ্যা: ২০০
- বাৎসরিক টার্নওভার: ১২ কোটি টাকা

কর্মীদের জন্য:

- প্রভিডেন্ট ফান্ড (PF) আছে
- গ্র্যাচুইটি ফান্ড নেই
- WPPF নেই (কারণ লাভজনক হলেও ছোট স্কেল)

তহবিল পরিচালনা ও বিনিয়োগ কাঠামো

তহবিল	বার্ষিক তহবিল আয়	বিনিয়োগ মাধ্যম	উৎসে কর (১০%)
PF (প্রভিডেন্ট ফান্ড)	১০ লাখ টাকা	এফডিআর ও সঞ্চয়পত্র	১ লাখ টাকা

আগের নিয়মে কর পরিশোধ:

বার্ষিক কর রিটার্নে PF আয় ১৫% হারে চূড়ান্ত কর = ১.৫ লাখ

উৎসে কাটা = ১ লাখ → অতিরিক্ত ৫০,০০০ টাকা জমা দিতে হতো

নতুন নিয়মে:

উৎসে কাটা ১০% করই চূড়ান্ত → কর রিটার্ন জমা দিতে হবে না, অতিরিক্ত টাকা দিতে হবে না

❖ বাস্তবচিত্র – SME ফার্মে নিয়ম না মানার ঝুঁকি

অনেক ছোট ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানে PF আছে কাগজে-কলমে, কিন্তু বাস্তবে PF-এর জন্য জমা টাকা আলাদা রাখা হয় না। কর রিটার্নের বাধ্যবাধকতা ও নিরীক্ষা থাকলে প্রতিষ্ঠানগুলো PF-এর হিসাব পাকা করে রাখত। এখন বাধ্যবাধকতা না থাকলে:

- PF জমা হলেও তা হয়তো কোম্পানির মূল হিসাবেই থেকে যাবে
- বিনিয়োগ না করে বা ভুল খাতে PF-এর টাকা খরচ হওয়ার আশঙ্কা থাকবে
- কর্মীদের জন্য দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তা ঝুঁকির মুখে পড়বে